তারিখ 25 JAN 198
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব

009

টোয়েফল ঃ একটি আন্তর্জাতিক পরীক্ষ

— গোলাপ মুনী

25 JAN 1987

টোয়েফল একটি আন্তর্জাতিক পরীক্ষা। সারাবিশ্বে এর ব্যাপকতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গত বছর সারাবিশ্বের ১৭০টিরও বেশী দেশ ও অঞ্চল থেকে প্রায় ৪ লাখ ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশে (বিশেষতঃ ঢাকা শহরে) টোয়েফল পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ঢাকার কিছু কিছু এলাকায় টোয়েফল কোচিং সেন্টারও খোলা হয়েছে। তবুও টোয়েফল সম্পর্কে আমাদের বৃহত্তর ছাত্র সমাজের অনেকেই অজ্ঞ। অথচ বিদেশে পড়তে ইচ্ছুক এমনি ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পীরক্ষা।

টেয়েফল এর উদ্দেশ্য কি ? Test of English as forign languge-এর সংক্ষিপ্ত নাম TOEFL বা টোয়েফল নাম থেকেই টোয়েফল পরীক্ষাটা কি এবং এর উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ২৩০০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশে এমন কতগুলো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোতে ইংরেজী ভাষাতেই পাঠদান করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করতে আসে, যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী নয়। যেহেতু বিদেশ থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদেরও ইংরেজীতে বই পড়তে হয়। প্রশ্নোত্তর লিখতে হয়, শিক্ষকদের লেকচার শুনতে হয়, সেহেতু তাদের ইংরেজী জানার ক্ষমতা যাচাই করে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি করা হয়। এই বিদেশী ছাত্রদের ইংরেজী যাচাইয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এডুকেশনাল টেস্টিং সার্ভিস ব্যবস্থিত একটি সুসংগঠিত পরীক্ষার নাম টোয়েফল।

বিভিন্ন বৃত্তি নির্বাচন কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, এজেন্সী যেমন ফুলব্রিট, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী, আর্মেরিকান ফ্রেণ্ডস অব মিডিল ইস্ট (AMID EAST) ল্যাটিন আর্মেরিকান স্কলারশীপ প্রোগ্রাম ও আরো কিছু শিক্ষাসংস্থা তাদের ছাত্রদের ইংরেজী যাচাইয়ের জন্য ১৯৬৩ সাল থেকে টোয়েফল পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে আসছে।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের বেশীর ভাগ কমিটিই বিদেশী ছাত্রদের ভর্তির আবেদনপত্রের সাথে অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফলসহ টোয়েফল পরীক্ষার ফলাফল দাখিল করতে বলে। তাছাড়া কানাডা ও আরো কিছু ইংরেজী ভাষাভাষী দেশেও ভর্তির ক্ষেত্রে টোয়েফল পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করা হয়। ফলে টোয়েফল আজ রূপলাভ করেছে একটি আন্তর্জাতিক পরীক্ষা হিসেবে।

টোয়েফল পরীক্ষা তিন ধরনের ঃ (১) ইন্টারন্যাশনাল টোয়েফল টেস্টিং, (২) ইনস্টিটিউশনাল টোয়েফল টেস্টিং, (৩) টোয়েফল সেন্টার টেস্টিং।

ইন্টারন্যাশনাল টেস্টিং ঃ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যসহ বিশ্বের ১৩৫টির বেশী দেশের নির্ধারিত ৮৫০টি কেন্দ্রে প্রতিবছর ৬ বার— জানুয়ারী, মার্চ, মে, আগস্ট, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে টোয়েফল পরীক্ষা নেয়া হয়। এটিই আন্তর্জাতিক টোয়েফল টেস্টিং। বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রে বাংলাদেশী ছাত্ররা সাধারণতঃ এই ধরনের টোয়েফল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এডুকেশনাল টেস্টিং সার্ভিস কর্তৃক প্রকাশিত 'বুলেটিন অব ইনফরমেশন ফর টোয়েফল' নামক তথ্য বুলেটিনে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই তথ্য বুলেটিনে টোয়েফল সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়মকানুনের উল্লেখ থাকে। যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সার্ভিস থেকেও এই বুলেটিন পাওয়া যায়।

ইনস্টিটিউশনাল টেস্টিং ঃ

কিছু কিছু ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট, যেগুলো আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অংগীভূত সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী বিন্যাস করে। এইসব ভর্তি পরীক্ষা সাধারণতঃ মার্চ, জুন, আগস্ট এবং ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এটাই হলো ইনস্টিটিউশনাল টেস্টিং। এই টেস্টিং সেই সব ছাত্রদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, যারা সবেমাত্র ইনটেনসিভ ইংলিশ কোর্স সমাপ্ত করেছে।

যদি কেউ এই প্রাতিষ্ঠানিক টোয়েফল টেস্টিং-এ অংশগ্রহণ করতে চায় তবে পরীক্ষার অন্ততঃ একমাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগীভূত ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটের পরিচালকের মাধ্যমে তার যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

সেন্টার টেস্টিং ঃ আমেরিকা এবং কানাডার নির্ধারিত ১০টি কেন্দ্রে প্রতি মাসে যে টোয়েফল পরীক্ষা নেয়া হয়, তাকেই টোয়েফল সেন্টার টেস্টিং বলা হয়।

মনে রাখা দরকার, উপরে বর্ণিত তিন ধরনের টোয়েফল পরীক্ষার মান সর্বদা সমান।

টোয়েফল-এর ধরন

১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেয়া টোয়েফল পরীক্ষার আগে পর্যন্ত এই পরীক্ষা ৫টি ভাগে ভাগ করে নেয়া হতো। সেগুলো হলো ঃ

(১) লিসেনিং কমপ্রিহেনশন,
(২) ইংলিশ স্ট্রাকচার,
(৩) ভকেবুলারী,
(৪) রিডিং কমপ্রিহেনশন ও
(৫) বাংটিং এডিলিটি।

5/3
25.1.87

এর পর থেকে আজ পর্যন্ত এই পরীক্ষা মাত্র ৩টি ভাগে নেয়া হচ্ছে।

(১) লিসেনিং কমপ্রিহেনশন-এর মাধ্যমে স্পোকেন ইংলিশ বুঝার ক্ষমতা যাচাই করা হয়।

(২) স্ট্রাকচার এণ্ড রিটেন এক্সপ্রেশন-এর মাধ্যমে প্রার্থীর আদর্শ ইংরেজী গঠনে ক্ষমতা যাচাই করা হয়।

(৩) রিডিং কমপ্রিহেনশন ও ভকেবুলকী-এর মাধ্যমে গাঠনিক বিবেচনা বহির্ভূত ইংরেজী বুঝার ক্ষমতা যাচাই করা হয়।

কিন্তু অতি সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যায়সমূহের অনুরোধে আগামী ১৯৮৬-৮৭